দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 DEC 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

69

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সরকারী, বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বিরাজমান সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষীয় দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ২-এর পৃঃ দেখুন

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিবৃতিতে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারী কলেজের ৬০টির অধিক প্রিন্সিপ্যাল, ৫৫টি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, ১৪০টি অধ্যাপক, ৭১৪টি সহযোগী অধ্যাপক, ৬০০টি সহকারী অধ্যাপক এবং ১২০০টি প্রভাষকের পদ শূন্য রয়েছে। এজন্য অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের ৪৩টি কলেজসহ ১৫৫টি কলেজ, ১০টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ২টি সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা ও ১৬টি বাণিজ্যিক কলেজ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে দারুণ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। অথচ সরাসরি নিয়োগের নামে শতকরা ২০ ভাগ এবং ডেপুটেশনের অজুহাতে শতকরা ১০ ভাগ পদ বাদ রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে শত শত শূন্য পদের মধ্যে মাত্র ১৩০ জন প্রিন্সিপ্যাল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপক এবং ৩৫০ জন সহযোগী অধ্যাপকের পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া জাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষকদের ইফেকটিভ সার্ভিস গণনা না করে ব্যক্তিবিশেষকে পদোন্নতি প্রদাণের উদ্দেশ্যে ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডেশন লিস্ট ধরে এবং বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি ও প্রবীণতা নিরুপণের যথার্থ নীতি বর্জন করে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে জাতীয়কৃত কলেজগুলোতে এনাম কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পদ সৃষ্টি না করায় শিক্ষক স্বল্পতার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি ৫১টি কলেজ নিজ নিজ বেতনে প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ করে সার্বিক পরিস্থিতিকে আরও জটিলতর করা হচ্ছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারী মঞ্জুরী শতকরা ৭০ ভাগ প্রদানে মহলবিশেষ বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করে শিক্ষকদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও ফেডারেশনের চেয়ারম্যানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জনাব এ, কে, এম শহীদুল্লাহ, জনাব এ, কে, এম আলী রেজা, জনাব শেখ আমানুল্লাহ, জনাব শেখ শহীদুর রহমান ও মাওলানা খন্দকার নাসির উদ্দিন।